যুগান্তর

তারিখ ... 16 MAR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ কলাম ... ৩ ...

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পড়াশোনা : বাংলা

এসএসসি পরীক্ষার্থীরা শুভেচ্ছা নিও। এর আগে গত ৯ মার্চ 'তোমাদের বাংলা বিষয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। আজ সে আলোচনার বাকি অংশ দেয়া হলো।

প্রশ্ন : বাংলার মানুষ কবিকে আকৃষ্ট করে কেন?

উত্তর : 'বাংলা আমার' কবিতায় কবি কায়কোবাদ বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশের সকল মানুষ সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় পরস্পর মিলেমিশে বসবাস করে। সকল বাঙালি একে অপরের আপনজন। কবি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে বাংলার মানুষের প্রকৃতি ও বিচিত্র জীবনাচরণ প্রত্যক্ষ করেছেন পরম মমতা দিয়ে। এ দেশের চাষী-মজুর, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমার, মুটে, বেনে- নানান পেশার সব মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে কবির পরিচয় অত্যন্ত নিবিড়। সহজ-সরল জীবনবোধের এ মানুষগুলো বিপদে-আপদে পরস্পরের অতি আপন হয়ে থাকতে ভালবাসে। বাঙালির সহজ-সরল জীবন কবিতে মুগ্ধ করেছে। এ দেশের অগণিত শ্রমজীবী মানুষ কবির নিকট একান্ত আপনজন হয়ে গেছে। স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসাই মূলত কবিকে দেশের মানুষের প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

প্রশ্ন : 'শ্যামলের সিংহাসন' বলতে কি বোঝ?

উত্তর : পৃথিবীর আদিপ্রাণ বৃক্ষ মরুময় রুক্ষ-শুষ্ক পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সঞ্চার করে। সৃষ্টির আদিলগ্নে সূর্যের প্রখর দহনে পৃথিবী ছিল দগ্ধ। নির্জন মরুময় পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না। এরূপ বৈরী পরিবেশে কঠিন মৃত্তিকার অন্ধকার গহ্বর থেকে জেগে উঠে বৃক্ষ প্রথম প্রাণের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। প্রকৃতিতে প্রাণের আবির্ভাব হল, ঋতুর উৎসব শুরু হল। পত্র-পল্লবের মর্মরে সঙ্গীতের গুঞ্জন শোনা গেল। বৃক্ষ পৃথিবীকে শ্যামল-সুন্দর করে সাজিয়ে তুলল। দুর্গম পর্বতের বুকে, মরুময় প্রান্তরে বৃক্ষ শ্যামল শোভা সৃষ্টি করল। বস্তুত বৃক্ষই পৃথিবীকে প্রাণের ঐশ্বর্য দান করেছে। মরুময় পৃথিবী বৃক্ষের আবির্ভাবেই হয়েছে স্নিগ্ধ ও লাবণ্যময়ী। বৃক্ষ প্রশান্তি ও জীবন-সংগ্রামেরও নিদর্শন। বৃক্ষের রূপ-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই পৃথিবীর বুকে ঋতু পরিবর্তন সূচিত হয়। বৃক্ষ আছে বলেই পৃথিবী হয়েছে চির সবুজ। কবি বিশ্বজোড়া সবুজ-শ্যামল বৃক্ষ, তরুলতা শোভিত প্রকৃতিকেই শ্যামলের সিংহাসন বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন : 'আলোকের গুণ্ঠন' বলতে কি বোঝ? বৃক্ষ কিভাবে বিচিত্র বর্ণে পৃথিবীকে সাজিয়েছে?

উত্তর : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বৃক্ষ' কবিতায় সূর্যের আলোকে বিচিত্র বর্ণের উৎস বলে উল্লেখ করেছেন। সূর্যালোক থেকেই বৃক্ষ তার পত্র-পুষ্পে বিচিত্র বর্ণ আহরণ করে পৃথিবীকে অপূর্ব সাজে সাজিয়েছে। কবি আলোকের ভেতর লুকিয়ে থাকা বিচিত্র বর্ণগুলোকে আলোকের গুণ্ঠন বলে অভিহিত করেছেন।

বৃক্ষ আলোকের আহ্বানে, প্রাণের প্রথম জাগরণে মৃত্তিকার কঠিন আবরণ ভেদ করে জেগে ওঠে। আলোকের ভেতর লুকিয়ে থাকা বর্ণ আহরণ করে বৃক্ষ বিচিত্র রূপ লাভ করে। সূর্যরশ্মির ভেতর লুকিয়ে থাকা সাতটি রংয়ের অপরূপ সৌন্দর্যে সে পৃথিবীকে সাজিয়ে তোলে। বৃক্ষহীন পৃথিবীতে তেমন কোন রূপ-বৈচিত্র্য দেখা যায় না। তাই বলা হয়েছে, বৃক্ষ পৃথিবীকে বিচিত্র বর্ণে বর্ণময়ী করে সাজিয়ে তুলেছে।

প্রশ্ন : 'কহিল মা কোন কথা'- কে কোন প্রসঙ্গে কথা বলল না?

উত্তর : সম্রাট বাবরের পুত্র হুমায়ুন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। পুত্রের চিন্তায় সম্রাট আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। রাজ্যের সকল বিজ্ঞ চিকিৎসক চিকিৎসা করেছেন। সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু রোগের উন্নতির কোন লক্ষণ নেই। দিনদিন অসুখ আরও বেড়েই যাচ্ছে। যখন হুমায়ুনের জীবন প্রদীপ প্রায় নিভে এলো তখন বাদশা বাবর সকল চিকিৎসককে ডেকে অত্যন্ত ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা সত্য করে বলো, শাহজাদা এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করবে কিনা? চিকিৎসকগণ ব্যর্থ হয়ে হুমায়ুনের জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন। বাদশা বাবরের প্রশ্ন শুনে তারা নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কোন কথা বলল না। হুমায়ুনের দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে ব্যর্থ হয়ে চিকিৎসকগণ নীরব থাকল। আলোচ্য ঘটনা প্রসঙ্গে এ উক্তিটি করা হয়েছে।

নূরুল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক
বাংলাদেশ রাইফেলস কলেজ, ঢাকা।